15

তারিখ MAR. 9 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

দৈনিক জনকণ্ঠ

প্রশ্নোত্তরে শিল্পমন্ত্রী

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই, বরং যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে

সংসদ রিপোর্টার ॥ শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হওয়ার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সোমবার জাতীয় সংসদে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ সংক্রান্ত বিএনপির জয়নাল আবেদীন ফারুকের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তোফায়েল আহমেদ বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। বরং বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারপ্রধান স্বয়ং বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ হবে না। এখন বলুন কি করলে আপনারা মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে অসত্য ভাষণ ও অপপ্রচার বন্ধ করবেন। কারণ মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সরকার বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

তিনি তথ্য দিয়ে বলেন, '৯৮ সালের জুন পর্যন্ত পাঁচ হাজার ৯৭৮টি মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। যা মোট মাদ্রাসার ৯১ শতাংশ। দাখিল-কামিল পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতনের ৮০ ভাগ পর্যন্ত সরকার দিচ্ছে। এজন্য ১৯৯৭-৯৮ সালে ২৬৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। চলতি অর্থবছর আরও ২৯৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এছাড়া সরকার মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করছে এবং প্রথমবারের মতো মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা পদ্ধতি কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের সব রকমের সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে ২০৬ কোটি টাকা মাদ্রাসা শিক্ষার পিছনে ব্যয় হয়েছিল। শুধুমাত্র কুষ্টিয়াতেই ১৩টি মাদ্রাসা রয়েছে।

আরও ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে

শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ সোমবার জাতীয় সংসদে জানান, আগামীতে দেশে সরকারী পর্যায়ে আরও ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এর মধ্যে ২০০২ সালের মধ্যে বৃহত্তর রংপুর, ফরিদপুর (গোপালগঞ্জ), দিনাজপুর, পটুয়াখালী, টাঙ্গাইল এবং রাঙ্গামাটি এই ছয় জেলায় ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২০০২ সাল থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে বৃহত্তর বরিশাল, যশোর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, পাবনা এবং বগুড়া জেলায় অবশিষ্ট ছয়টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। চলতি ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকেই এসব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে।